এক স্বশিক্ষিত দার্শনিকের গল্প

অরূপ তালুকদার

আরজ আলী মাতুব্বর। অতি সাধারণ এক কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা স্বশিক্ষিত এক আদর্শবান দার্শনিকের নাম। দক্ষিণাঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষই এখন তাকে চেনেন। চেনেন তার আদর্শের জন্য, ত্যাগ আর প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার এক অনন্য সাধারণ মানুষ হিসেবে।

না, আরজ আলী মাতুব্বর নামের সেই উজ্জ্বল মানুষটি এখন আর নেই। কিন্তু তার স্মৃতি রয়ে গেছে হাজারো মানুষের মনে, যারা তাকে আগে থেকেই চিনতেন। দেখেছেন অতি কাছ থেকে, একান্ত আপন আর অবাক বিস্ময়কর প্রতিভাধর ব্যক্তি হিসেবে।

সেই ১৩০৭ সালের ৩ পৌষ বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন লামচরি গ্রামে তার জন্ম। পিতা এন্তাজ আলী মাতুব্বরকে খুব বেশিদিন তিনি কাছে পাননি কারণ জন্মের পর মাত্র চার বছর বয়সের সময় এন্তাজ আলী মারা যান। আরজ আলীরা পাঁচ ভাইবোন। এর মধ্যে এক ভাই মারা যান এক বছরের মধ্যে। আরেক ভাই ছোমেদ আলীও চার বছর বয়স হতে না হতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এসব ঘটনাগুলো ঘটে খুব কাছাকাছি সময়ে। পরে বড়ো বোন জিগিরজানের একসময় বিয়ে হয়ে গেলে সংসারে থাকেন শুধু মা, তিনি আর ছোট বোন কুলসুম বেগম। এ সময়ে সংসারে নেমে আসে আরেক দুর্যোগ। খাজনার টাকা না দেওয়ার দায়ে নিলামে উঠে যায় যতোটুকু জমিজমা ছিল তার বেশির ভাগ। হাতছাড়া হয়ে যায় বাড়িঘর পর্যন্ত। ফলে স্থান হয় স্বাভাবিকভাবে খোলা আকাশের নিচে। বলা যায়, গাছতলায়। পরে স্থানীয় মানুষজনের সহায়তায় আশ্রয় হয় তাদেরই দেওয়া ছোট্ট একটি ঘরে। নতুন করে শুরু হয় জীবন সংগ্রাম।

আরজ আলী মাতুব্বরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন বলতে প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। পরেও হয়নি। যা কিছুই অর্জন করেছেন সবই নিজে নিজে।

১৩২০ সালের দিকে লামচরি গ্রামে আবদুল করিম একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করার পর তাতে ভর্তি হন আরজ আলী। কিন্তু সে মক্তবও বেশিদিন চলেনি। কারণ অর্থাভাব। বছর দুয়েকের মধ্যে মক্তবটি বন্ধ হয়ে গেলে আরজ আলীরও লেখাপড়ার ইতি ঘটে। এভাবেই শেষ হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। কিন্তু পড়াশোনার বিষয়টি ততোদিনে ঢুকে গেছে তার মন ও মানসে। মনের মধ্যে জেগে উঠেছে অজানাকে জানার জন্য দুর্দমনীয় ইচ্ছা। আর তার জন্য তিনি সব প্রায় ছেড়েছুড়ে নানা বিষয়ে জানা ও পড়াশুনার জন্য বরিশাল শহরের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত শুরু করেন। প্রায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে থাকেন বরিশালের বিএম কলেজ লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, ব্যাপটিস্ট মিশন লাইব্রেরিতে। এর মধ্যে হঠাৎ তার জীবনে আসে এক অবাক পরিবর্তন, মায়ের মৃত্যুকে ঘিরে। এই সময়ে তার মনের মধ্যে অবাক সব প্রশ্ন এসে ভিড় করতে থাকে যার জবাব তিনি জানেন না। সবটাই যেন বিস্ময়কর এক আশ্চর্য উপলব্ধি। এসব নিয়ে তিনি আলাপ-আলোচনাও করেন কারু কারুর সঙ্গে। কিন্তু কোথাও সঠিক জবাব মেলে না। ফলে তিনি আরো উৎসুক হয়ে উঠেন। আপন মনে, মনের ভেতর থেকে উঠে আসা প্রশ্নগুলো তিনি লিখে রাখেন দিনের পর দিন ডায়রি লেখার মতো করে, এক সময় তিনি যার নাম দেন 'না-বুঝের প্রশ্ন'।

এভাবে দিন যায়। গ্রামের মানুষের কাছে আরজ আলী মাতুব্বর এক অন্য ধরনের মানুষে রূপান্তরিত হতে থাকেন। তার কথা পৌঁছে যায় গ্রাম থেকে বরিশাল শহরে। মানুষের কৌতূহল তার সম্পর্কে বাড়তে থাকে দিন দিন কে এই আরজ আলী মাতুব্বর। কেমন মানুষ তিনি?

এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে লামচরি গ্রামে যান বরিশালের এক ম্যাজিস্ট্রেট এফ এ করিম। আরজ আলী তার কিছু প্রশ্নের উত্তর চান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। এফ এ করিম অবাক হয়ে যান প্রশ্ন শুনে আরজ আলী মাতুব্বরকে আখ্যায়িত করেন নাস্তিক আর কম্যুনিস্ট হিসেবে। বরিশালে এসে ঠুকে দেন মামলাও রাগের বশে। সমন যায় তার কাছে। একটুও ভয় না পেয়ে যথাসময়ে চলে আসেন তিনি। আদালতে দাঁড়িয়ে নিজে নিজেই তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ খণ্ডন করেন আরজ আলী। তবু আদালত তাকে সতর্ক করে দেয়, এসব ভাবনাচিন্তা নিয়ে কারুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন না তিনি। প্রভাবিত করতে পারবেন না কাউকে। সেটা হবে অপরাধের শামিল। পরবর্তী সময়ে ১৩৮০ সালে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিজের লেখা 'না-বুঝের প্রশ্ন'

বহুকষ্টে প্রকাশ করলেন বইয়ের আকারে। নাম দিলেন সত্যের সন্ধানে।
ঠিক এই সময়ে আরজ আলী মাতুব্বরের সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয়ের পরে তার ওপর আমি প্রথম লিখি দৈনিক সংবাদে। তার পরে আরো দুয়েকটি জাতীয় সংবাদপত্রে তার ওপর লেখা প্রকাশিত হলে তার পরিচিতির গণ্ডি আরো বেড়ে যায়। অনেকেই উৎসাহী হয়ে ওঠেন তার বিষয়ে।
দীর্ঘদেহী, কঠিন পরিশ্রমী চেহারার আরজ আলী মাতুব্বর মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। বরিশাল শহরেও সব জায়গায় আসা-যাওয়া করতেন হেঁটে। কদাচিৎ তাকে আমি রিকশায় চড়তে দেখেছি।
ঢাকায় যেতেন মাঝে মাঝে কোনো কোনো কারণে, কখনো কারুর আমন্ত্রণে। ফিরে এসে ঢাকা শহর হেঁটে চষে ফেলার গল্প করতেন। বরিশালে আমার মতো আরো কয়েকজনের সঙ্গে তার দেখা হতো যেদিন তিনি বরিশাল আসতেন। বিএম কলেজের সে সময়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক কাজী গোলাম কাদিরের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করতেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আর ছিলেন বাংলার শিক্ষক শামসুল হক, তার কথাও বলতেন। ঢাকায় গভীর সম্পর্ক ছিল সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে। আরজ আলী মাতুব্বরের ধ্যান-ধারণা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে তিনিও বেশ কয়েকবার লিখেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। এসব কিছু আজ স্মৃতি বৈ আর কিছু নয়। তবু কোনো প্রসঙ্গ এলেই তার কথা মনে পড়ে। মুক্তচিন্তার স্বশিক্ষিত দার্শনিকসম আরজ আলী মাতুব্বরকে হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় ১৩৮৪ সালে। ১৩৮৯ সালে বরিশাল সাহিত্য পরিষদ তাকে দেয় সংবর্ধনা। ব্যক্তিগত জীবনে তার ছিল ২ স্ত্রী এবং ১০ ছেলেমেয়ে। লামচরি গ্রামে তিনি নিজে গড়ে তুলেছিলেন 'আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরি'। সেই আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরির এখন জীর্ণদশা। দেখাশোনার তেমন কেউ নেই। ১৩৮৮ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ তিনি দানপত্র করে এবং তার দেহ এবং চোখ দান করে যান সন্ধানী জাতীয় চক্ষু সমিতি এবং বরিশাল মেডিকেল কলেজে। নিজ গ্রামে জীবদ্দশাতেই নিজের পাকা কবরস্থান নির্মাণ করে যান ১৩৮৬ সালে। এর আগে ১৩৬৭ সালে যখন তার বয়স ৬০ বছর তখন তার নিজের যতোটুকু সহায় সম্পত্তি ছিল সব ভাগ করে দিয়ে দেন স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জন্য, নিজের জন্য প্রকৃতপক্ষে কিছুই না রেখে। এসবই ছিল তার দূরদর্শিতা। ১৩৯২ সালের ফাল্গুন মাসে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বরিশালে এনে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে এখানেই তিনি মারা যান চৈত্র মাসের শুরুতে। এইভাবে জীবনাবসান হয় দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের।
অরূপ তালুকদার ঃ কবি, সাংবাদিক।